আত্মকর্মসংস্থান

ইউনিট 3

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি নিম্নমধ্যবিত্ত আয়ের উন্নয়নশীল দেশ। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক রিভিউ ২০১৩ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিখাতের অবদান ১৭.২%, শিল্পখাতের ২৮.৯% ও সেবাখাতের অবদান ৫৩.৯%। কিন্তু জনসংখ্যার দ্রুত হারে বৃদ্ধির প্রবণতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও চাহিদার তুলনায় কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগের জন্য দেশের বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশাল কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠিকে মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকুরির মাধ্যমে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। প্রয়োজন আত্মকর্মসংস্থান। এই আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উদোক্তার নিজের যেমন কর্মসংস্থান হয়, তেমনি আরো অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প কলকারখানা স্থাপিত হয়। ফলশ্রুতিতে অর্থনীতির চাকা গতিশীল হয় এবং দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৩.১ : আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা, প্রয়োজনীয়তা এবং উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্র
পাঠ- ৩.২ : আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় ও নির্বাচন প্রক্রিয়া
পাঠ- ৩.৩ : আত্মকর্মসংস্থানে সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
পাঠ- ৩.৪ : আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের উপায় এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

পাঠ-৩.১ আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও উপযুক্ত ক্ষেত্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key	কর্মসংস্থান, আত্মকর্মসংস্থান, উদ্যোগ, উদ্যোক্তা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা

Words)	

আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা

দরিদ্র পরিবারের সন্তান এস. এস. সি. পাস আজহার আলী ২০০০ সালে জাহাজে কাজ শুরু করেন। ছোট চাকুরি, খাটুনী অনেক। কিন্তু বেতন অনেক কম। সংসার চলছিল না। বাধ্য হয়ে তাকে জাহাজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে গ্রামে ফিরে আসতে হয়। ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি নেয়ার অনেক চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হন। তবে পরিশ্রমী আজহার দমে যান নি। বাড়ির আশপাশে পতিত জমি নিয়ে কিছু একটা করার কথা ভাবতে থাকেন। উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শে শুরু করেন পতিত জমিতে করলা চাষ। সপ্তাহে এখন তার ক্ষেতে ১ টন করলা ফলে। করলার আয় দিয়েই আজহারের ছয় সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণ চলছে স্বাচ্ছন্দে। পিরোজপুরে ভান্ডারিয়ার মাটিভাঙ্গা গ্রামের শিক্ষিত চাষি আজহার করলার পাশাপাশি নানা রকম সবজি আবাদ করে বেকারত্ব ঘুছিয়ে এখন স্বাবলম্বী। আজহারের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই সবজি আবাদে মনোনিবেশ করছেন। যে কোন বেকার যুবকের জন্য বিষয়টি অনুকরণীয়।

চিত্র: করলা চাষে দারিদ্র্য জয় ভান্ডারিয়ার আজহারের

এই যে জনাব আজহার আলী নিজের দক্ষতা ও গুণাবলি দ্বারা নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করেছেন এটাই আত্মকর্মসংস্থান। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, নিজস্ব পুঁজি অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পেশার মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান একটি জনপ্রিয় পেশা। বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতা, রেডিও ও টেলিভিশন মেরামত, হাঁস-মুরগি পালন, মৌমাছি চাষ ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থানের আওতাভুক্ত।

ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে আত্মকর্মসংস্থানের সম্পর্ক খুব নিবিড়। আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিজের কর্মসংস্থানের চিন্তা করে কাজে হাত দেন। একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি তখনই একজন উদ্যোক্তায় পরিণত হবেন, যখন তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের আরও কয়েকজনের কর্মসংস্থানের চিন্তা নিয়ে কাজ শুরু করেন, ঝুঁকি আছে জেনেও এগিয়ে যান এবং একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা

আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে ব্যক্তির নিজের যেমন কর্মসংস্থান হয়, তেমনি অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সূযোগ সৃষ্টি হয়। সীমিত চাকুরির বাজারে সকলের কর্মসংস্থানের সূযোগ হয় না। যারা স্বাধীনভাবে কিছু করতে চায় তারা নিজস্ব মেধা ও দক্ষতা কাজে লাগাতে এগিয়ে আসেন এবং আত্মকর্মসংস্থান করে স্বাবলম্বী হন। তাই আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব দেশের অর্থনীতিতে অপরিসীম। নিম্নে সংক্ষেপে তা আলোচিত হলো-

১. কর্মসংস্থানকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়- মজুরি বা বেতনভিত্তিক চাকুরি, আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায়। যারা স্বাধীনভাবে কাজ করে জীবিকা অর্জন করতে চান, তাদের জন্য এটি একটি উত্তম পন্থা।
২. কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমজীবী ও চাকরীজীবী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কর্মসংস্থানের চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পায় সে হারে কর্মসংস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না। এক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের কোন বিকল্প নাই।

৩. আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন হলো নিজের দক্ষতা। কর্ম সম্পাদনের জন্য যে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল প্রয়োজন তাঁর অর্থসংস্থান করাও অনেকটা সহজ।
৪. বর্তমানে আত্মকর্মসংস্থানের আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগের তুলনায় বর্তমানে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক।
৫. আত্মকর্মসংস্থান একটি স্বাধীন পেশা। আর এ ব্যবসায় যেহেতু অনেক সময় নিজের বাড়িতে বা জমিতে করা যায় সেহেতু আলাদা খরচ হয় না।
৬. অন্যান্য পেশায় আয়ের সম্ভাবনা সীমিত। কিন্তু আত্মকর্মসংস্থান থেকে প্রাপ্ত আয় প্রথমদিকে সীমিত ও অনিশ্চিত হলেও পরবর্তীতে এ পেশা থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা অসীম।
৭. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় এখানে মজুরি অনেক কম। আবার আমাদের দেশে মৌসুমী বেকারত্বের সমস্যাও প্রকট। এসকল সমস্যা সমাধানে আত্মকর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।
৮. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে শহরমুখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামীণসমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।
৯. আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বয়স কোনো সমস্যা নয়। এর মাধ্যমে যে কোনো বয়সের মানুষ তার দক্ষতা অনুযায়ী অর্থ উপার্জন করতে পারে।
১০. আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত থাকলে তরুণ সমাজ নানা সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত না থেকে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র

আত্মকর্মসংস্থানের অনুপ্রেরণায় নিজ মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় চালিত যে কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে যেমন সম্মানজনকভাবে জীবিকা উপার্জন করা যায় তেমনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও অবদান রাখা যায়। চাহিদা আছে এমন পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে বা সেবাদান করে অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যে সকল সম্পদ রয়েছে তার সঠিক ব্যবহার করে কিভাবে সম্মানজনকভাবে জীবিকা উপার্জন করা যায়। স্বল্প মূলধন নিয়ে নিজস্ব মেধা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই আত্বকর্মসংস্থানে সফল হওয়া যায়। এ সব বিষয় বিশ্লেষণ করে আমরা আত্মকর্মসংস্থানের বেশ কিছু উপযুক্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারি।

• হস্তচালিত তাঁত	• গবাদি পশু ও হাঁসমুরগির খামার
• মাদুর বা ম্যাট তৈরি	• বেতের সামগ্রী তৈরি
• মৃৎশিল্প	• কাঁচের তৈজসপত্র তৈরি
• বাঁশজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ	• পাট তৈরি
• লবণ উৎপাদন	• পিতল ও কাঁসার দ্রব্যাদি প্রস্তুত
• টেইলারিং	• পাটের সৌখিন দ্রব্যাদি তৈরি
• পোশাক প্রস্তুতকরণ	• গেঞ্জি তৈরি
• মাছের জাল তৈরি	• চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন
• কাঠের আসবাব পত্র তৈরি	• ঝিনুক দ্রব্যাদি প্রস্তুত
• স্টিলের আসবাবপত্র তৈরি	• বেকারি
• মাটির বাসন প্রস্তুতকরণ	• আটা ময়দা প্রস্তুত
• কামারের কাজ	• ভোজ্য তেল উৎপাদন
• সেরিকালচার	• খাদ্যজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন
• নৌকা তৈরি	• নিটিং দ্রব্য প্রস্তুত
• মাছ শুকানো	• এমব্রয়ডারি
• গোল আলুর ময়দা তৈরি	• সূতা কাটা
• পাটের ম্যাট তৈরি	• কাঠের খেলার সরঞ্জাম তৈরি
• আলুর চিপস তৈরি	• প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং
• গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি তৈরি	• প্লাস্টিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত
• বাইসাইকেল মেরামত	• তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনার স্কুল বা বাড়ির আশে-পাশে দেখা যায় এমন ১০টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশার নাম খুঁজে বের করুন।

সারসংক্ষেপ

- নিজের দক্ষতা ও গুণাবলি দ্বারা নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করার নামই হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান।
- বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতা, রেডিও ও টেলিভিশন মেরামত, হাঁস-মুরগি পালন, মৌমাছি চাষ ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থানের আওতাভূক্ত।
- কর্মসংস্থানকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়- মজুরি বা বেতনভিত্তিক চাকুরি, আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায়।
- কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।
- আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন হলো নিজের দক্ষতা।
- আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে শহরমুখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামীণসমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। আত্মকর্মসংস্থানের বড় মূলধন কোনটি?
ক. শিক্ষাগত যোগ্যতা খ. আর্থিক সামর্থ্য
গ. প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ঘ. নিজস্ব দক্ষতা

২। আত্মকর্মসংস্থান বলতে নিম্নের কোনটিকে বুঝায়?
ক. নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা দ্বারা নিজের কর্মসংস্থান করা।
খ. নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা দ্বারা নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করা।
গ. ঝুঁকি নিয়ে অন্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
ঘ. অন্য প্রতিষ্ঠানে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
এম কম পাশ মি. মোস্তাফিজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিভৃত পল্লীর একজন যুবক। তিনি তারই ইউনিয়নের তিন রাস্তার মোড়ে ছোট একটি দোকান নিয়ে "পল্লী তথ্য কেন্দ্র" নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন। তিনি প্রতিদিন সকাল ৭.০০ থেকে রাত ১০.০০টা পর্যন্ত ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা প্রদান করে থাকেন। তার সুব্যবহারের কারণে আশেপাশের প্রায় ৩/৪ মাইল দূর থেকেও লোকজন তার প্রতিষ্ঠানে এসে বিদেশে ফোন করে কথা বলে।

৩। জনাব মোস্তাফিজের কর্মকাণ্ডটি কোন ধরনের?
ক. আত্মকর্মসংস্থান খ. ব্যবসায়
গ. চাকুরি ঘ. কৃষি

৪। তার সফলতার প্রধান কারণ কোনটি?
ক. উচ্চ শিক্ষা খ. উদ্দমী শক্তি
গ. অমায়িক ব্যবহার ঘ. যথাযথ স্থান নির্বাচন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সিলেটের মোগলবাসা গ্রামের সাইদুল ইসলাম একজন পরিশ্রমী যুবক। তার এলাকায় প্রচুর বাঁশ, বেতের আধিক্য দেখে একটি কুটিরশিল্প গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা করলেন। পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করে তিনি বেশ সাফল্য পাচ্ছেন। পরবর্তীতে সিলেটের দুই উপজেলায় দুটি শাখা খুলে ব্যবসায় প্রসার ঘটান। তার প্রতিষ্ঠানের পণ্য অনেকের দামি ড্রয়িং রুমে শোভা পায় এবং সফল ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি আজ প্রতিষ্ঠিত।

৫। জনাব সাইদুলের কর্মকাণ্ড কোনটি?

ক. কাঠের আসবাবপত্র তৈরি
খ. বাঁশ বেত শিল্প
গ. বাঁশের টুথ পিক তৈরি
ঘ. কৃষি সরঞ্জাম প্রস্তুত

৬। জনাব সাইদুলের সফলতার কারণ কোনটি?

ক. ক্রেতাদের আর্থিক সার্মথ্য
খ. অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ
গ. কাঁচামালের সহজলভ্যতা
ঘ. সুষ্ঠু পরিকল্পনা

পাঠ-৩.২ আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় ও নির্বাচন প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সহজলভ্যতা, পরিকল্পনা, মিতব্যয়িতা, উদ্বুদ্ধকরণ, স্থায়ী মূলধন, চলতি মূলধন, পূর্বশর্ত, বাজারজাতকরণ

আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের উপর। কেননা আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রচুর মূলধনের যেমন প্রয়োজন পড়ে না, তেমনি ঐ বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানেরও প্রয়োজন পড়ে না। সমাজে চাহিদা নেই অথবা কাঁচামালের সহজলভ্যতা নেই এমন পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির জন্য উদ্যোগ নিলে সেগুলিতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। ভোক্তার রুচি, ক্রয়ক্ষমতা, নিজের মেধা ও দক্ষতা, বাজার চাহিদা বিবেচনা করে উদ্যোগ নিলে সে উদ্যোগ সফলের সম্ভাবনা সর্বাধিক। তাই আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

১. **সঠিক পণ্য নির্বাচন :** ব্যবসায়ের জন্য সঠিক পণ্য নির্বাচন সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত। পণ্য নির্বাচনের পূর্বে বাজারে পণ্যটির চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা যথাযথভাবে নিরূপণ করতে হবে।

২. **প্রাথমিক মূলধন :** আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয় না। যে কোন ব্যবসায় সফলতার সাথে পরিচালনা করতে হলে স্থায়ী ও চলতি মূলধন প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনীয় মূলধন যথাসময়ে সংগ্রহ করা যাবে- এটির নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৩. **সুষ্ঠু ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন :** ব্যবসায় সফলতা অর্জনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সঠিক ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন। ব্যবসায়ে হাত দেওয়ার পূর্বেই উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ের একটি কাজ কখন, কিভাবে, কার দ্বারা, কত সময় ও খরচের মধ্যে করা হবে তা অগ্রিম চিন্তা করে ঠিক করাই হচ্ছে পরিকল্পনা । ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা হচ্ছে দিক নির্দেশনা দলিল। পরিকল্পনা প্রণয়ন যত বেশি সমৃদ্ধ হবে ব্যবসায়ে সফল হওয়ার নিশ্চয়তাও তত বেশি হবে।

৪. **পণ্যের চাহিদা নির্ধারণ :** বাজার জরিপ ও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে পণ্যের সঠিক চাহিদা নিরূপণ ব্যবসায়ের সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। তাছাড়া পণ্যের বাজারের পরিধি এবং বাজারজাতকরণের কৌশল পূর্বাহ্নেই যথার্থভাবে নিরূপণ করতে হবে।

৫. **ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচন :** ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাঁচামালের সহজলভ্যতা, বাজারজাতকরণের সুবিধা, অবকাঠামোগত সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

৬. **সঠিক কর্মী নির্বাচন :** ব্যবসায় পরিচালনার জন্য যে সব কর্মী নিয়োগ করা হবে তাদেরকে অবশ্যই যোগ্যতা সম্পন্ন এবং স্বীয় কাজে দক্ষ হতে হবে। কাজেই কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত দক্ষতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মানদণ্ডের ভিত্তিতে যাচাই করে নির্বাচন করতে হবে। নিয়োগকৃত কর্মীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে কোনো কর্মী নিয়োগ করা উচিত নয়।

৭. **ব্যবসায় ঝুঁকি মোকাবেলায় উপায় অবলম্বন :** ব্যবসায় সংক্রান্ত ঝুঁকি আগেই নিরূপণ করে তার মোকাবেলা করার কৌশল স্থির করে রাখলে অনিশ্চয়তাজনিত ক্ষতির হাত থেকে ব্যবসায়কে রক্ষা করা যায়। কাজেই উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবসায় ঝুঁকি নিরূপণ ও তা মোকাবেলার উপায় নির্ধারণ ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের অন্যতম শর্ত।

৮. **দেশের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকা :** দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যবসায়ের সাফল্যকে প্রভাবিত করে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দেশের চলমান আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্যকভাবে অবহিত থেকে সে আলোকে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যবসায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন। অধিকন্তু ব্যবসায় সাফল্য লাভ করতে হলে যেসব বিষয়ে ব্যবসায় কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে সেসব বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে।

৯. **অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা :** উদ্যোক্তার ব্যবসায় সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবসায় সফল হতে সাহায্য করে। গবেষণার ফল থেকে দেখা গেছে যে, কোনো ব্যবসায়ের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হচ্ছে মালিকদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব।

১০. **ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ :** ব্যবসায় একবার ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে হতাশ হওয়ার পরিবর্তে শিক্ষা গ্রহণ করে নতুনভাবে কাজ শুরু করার মধ্যে ব্যবসায়ের সাফল্য নিহিত।

আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্বাচন প্রক্রিয়া

আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে ব্যক্তির নিজের যেমন কর্মসংস্থান হয়, তেমনি অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। দেশের চাকুরীর বাজার সীমিত। যারা স্বাধীনভাবে নিজস্ব মেধা, দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কিছু করতে চায়, তারাই আত্মকর্মসংস্থানে এগিয়ে আসে। এই আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের উপর। আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট কোন পন্থা নেই। বিভিন্ন উপাদান বা বিষয়কে বিবেচনা করে ক্ষেত্র নির্বাচন করতে হয়। উদোক্তার মেধা, দক্ষতা, সততা, কাজের প্রতি আগ্রহ, কাঁচামালের সহজলভ্যতা, পণ্যের চাহিদা, ভোক্তার রুচি, ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা, সরকারি পৃষ্টপোষকতাসহ অনেক উপাদানকে ক্ষেত্র নির্বাচনের সময় বিবেচনা করতে হয়। তাই উপরের ক্ষেত্রগুলি বিবেচনার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির সঠিক প্রতিফলন ঘটানোর উপরেই নির্ভর করে আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্বাচনের সফলতা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনার পছন্দমত আত্বকর্মসংস্থানের ৫টি ক্ষেত্র নির্বাচন করুন এবং ক্ষেত্র নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় উলেখ করুন। **ক্ষেত্রের নাম** **নির্বাচনের কারণ (বিবেচ্য বিষয়)** ● ●

সারসংক্ষেপ

- যে কোন ব্যবসায় সফলতার সাথে পরিচালনা করতে হলে স্থায়ী ও চলতি মূলধন প্রয়োজন হয়। কোন কাজ কখন, কিভাবে, কার দ্বারা, কত সময় ও খরচের মধ্যে করা হবে তা অগ্রিম চিন্তা করে ঠিক করাই হচ্ছে পরিকল্পনা ।
- কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত দক্ষতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মানদণ্ডের ভিত্তিতে যাচাই করে নির্বাচন করতে হয়।
- ব্যবসায় সংক্রান্ত ঝুঁকি আগেই নিরূপণ করে তার মোকাবেলা করার কৌশল স্থির করে রাখলে অনিশ্চয়তাজনিত ক্ষতির হাত থেকে ব্যবসায়কে রক্ষা করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে বিবেচনা করতে হয়-

i. সঠিক পণ্য নির্বাচন

ii. মুনাফার নিশ্চয়তা

iii. পণ্যের চাহিদা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মি. শেজাদ আলম এর বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায়। বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাটির কথা চিন্তা করে মি. শেজাদ সৌর বিদ্যুতের সংযোগ দেয়ার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। ব্যবসায় শুরু করবার পূর্বেই তিনি কোন এলাকায় কখন, কিভাবে এবং কত সময় ও খরচের মধ্যে কাজটি শেষ করবেন সে ব্যাপারে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেন। দেখা গেল ১ বৎসরের মধ্যেই তিনি উপজেলার প্রায় পুরোটাই বিদ্যুতায়িত করে লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হন।

২. আত্মকর্মসংস্থানে সফলতার জন্য মি. শেজাদের বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার সিদ্ধান্তটি নিম্নের কোনটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক. পণ্যের চাহিদা নির্ধারণ খ. সঠিক পণ্য নির্বাচন

গ. ব্যবসায়ের কৌশল নির্বাচন ঘ. সঠিক কর্মী নির্বাচন

৩. মি শেজাদের লক্ষ্য পূরণের পিছনে কোনটি বিশেষভাবে কাজ করেছে?

ক. সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন খ. কাঁচামালের সহজলভ্যতা

গ. জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ঘ. সরকারি অনুকূল পরিবেশ

পাঠ-৩.৩ আত্মকর্মসংস্থানে সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আত্মকর্মসংস্থানে সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নাম বলতে পারবেন।
- আত্মকর্মসংস্থানে সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, মন্ত্রণালয়, নট্রামস, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান

আত্মকর্মসংস্থানে সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

যে সমাজ ও দেশে উদ্যোক্তার সংখ্যা যত বেশি, সে সমাজ বা দেশ অর্থনৈতিকভাবে তত উন্নত। প্রত্যেক দেশেই জনগনকে বিভিন্ন কাজে স্বাবলম্বী করার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঐসকল প্রতিষ্ঠান আগ্রহী ব্যক্তিদের বিভিন্ন কাজে উদ্বুদ্ধ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ভূমিহীন, বিত্তহীন জনগণকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দান, ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্থাপনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, ঋণ ব্যবহার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে দুস্থ লোকদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। এগুলোর মধ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের প্রকল্প, নট্রামস উল্লেখযোগ্য। এদের সবার উদ্দেশ্য আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা হলেও কার্যক্রমে কিছুটা পার্থক্য আছে। নিম্নে এগুলোর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো-

১. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : এটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। দেশের প্রতিটি থানায় এর কার্যালয় রয়েছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদেরকে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যেমন- হাঁস মুরগি খামার তৈরি, মৎস্য চাষ, ব্লক বাটিকের কাজ, সবজি বাগান, নার্সারি করা, সেলাইয়ের কাজ, কুটির শিল্পের কাজ, কম্পিউটার চালনা প্রভৃতি। এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পায়।

২. বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড : এটি গ্রামের দুস্থ ও ভূমিহীন নারী-পুরুষদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে যাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তারা স্বাধীনভাবে একটি পেশা বেছে নিয়ে উপার্জন করতে পারে। ইংরেজিতে এর নাম Bangladesh Rural Development Board.

চিত্র: আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত একজন বৃদ্ধা

৩. বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজম্যান্ট

এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। নির্দিষ্ট ফি-এর বিনিময়ে এটি আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোগ উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। প্রধান প্রধান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠাকরণ, মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রভৃতি। এছাড়া প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পর সফলভাবে তা পরিচালনার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিপণন কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন কোর্স ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। ইংরেজীতে এর নাম Bangladesh Institute of Management.

৪. মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় : প্রতিষ্ঠানটি মূলত মহিলাদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। বিশেষ করে গ্রামের দুস্থ, শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মহিলাদেরকে স্বকর্মসংস্থানের সূযোগ করে দেয়া এর মূল উদ্দেশ্য। এটি উদ্যোগী মহিলাদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

৫. গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের প্রকল্প : এ প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের মহিলাদেরকে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়। শুধু প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাই ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

৬. নট্রামস : এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার চালনা শিক্ষা দেয়াই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বহু শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে। ইংরেজীতে এর নাম NOTRUMS.

পরিশেষে বলা যায়, উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তাদের এ কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে দেশের তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণগুলির নাম উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজম্যান্ট শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।
- বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজম্যান্ট এর প্রধান প্রধান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠাকরণ, মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রভৃতি।
- নট্রামস শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান।
- বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার চালনা শিক্ষা দেয়াই নট্রামস এর প্রধান কাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. BIM এর পূর্ণ রূপ কোনটি?

ক. Bangladesh Institute of Management খ. Bangladesh Institute of Marketing
গ. Bangladesh Institute of Medicine ঘ. Bangladesh Institute of Modern language

২. নিম্নের কোনটি কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে?

ক. BIM খ. BRDB
গ. BARD ঘ. NOTRUMS

৩. দেশের প্রতিটি থানায় নিম্নের কোনটির শাখা রয়েছে?

ক. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি খ. গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রকল্প
গ. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঘ. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

৪. কৃষিজাত শিল্পে সফলতার জন্য নিম্নের কোনটি বিশেষ প্রয়োজন?

ক. কাঁচামালের সহজলভ্যতা খ. রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা
গ. উদোক্তার সৃজনশীলতা ঘ. যথাযথ স্থান নির্বাচন

পাঠ-৩.৪ আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের উপায় ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মূল্যবোধ, পুঁথিগত পড়াশুনা, নেতিবাচক, উদ্বুদ্ধ, অপ্রতুলতা

আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের উপায়

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত দক্ষতা ও স্বনির্ভর পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা অর্জনের প্রবল ইচ্ছা শক্তি। যেহেতু দেশে চাকরির সুযোগ সীমিত এবং ইচ্ছা করলেই সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে এত অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই এর বিকল্প হচ্ছে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করা। কিন্তু এ দেশের যুবসমাজের নিকট আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা স্বচ্ছ ও যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের সামাজিক মূল্যবোধ ও পুঁথিগত পড়াশুনার কারণে যুবসমাজ জীবিকা বলতে চাকরিকে বুঝে থাকে। এ ছাড়া অভিভাবকদের নিকটও সন্তানদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করার একটি নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমান যুব ও তরুণসমাজ ও আগামী প্রজন্মকে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা হলো-

১. শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে এ বলে যে, কোনো পেশা বা কাজই ছোট ও অপমানের নয়।

২. স্ব স্ব এলাকার আত্মর্কমসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলোর তালিকা প্রণয়ন করে বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদের দেয়ালে প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. স্ব স্ব এলাকার আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে যারা স্বাবলম্বী ও সফল হয়েছে তাদেরকে বিদ্যালয়ে এনে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের জীবনকাহিনী শোনাতে হবে।

৪. বিদ্যালয় বা কলেজ থেকে যে সকল শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে কিংবা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসার সুযোগ পায় না তাদেরকে বিভিন্ন উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষাকে পর্যাপ্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬. আত্মকর্মসংস্থানকে সামনে রেখে যুব উন্নয়ন ব্যাংক ও শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্পসুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা বর্তমানে সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাদেরকে বিদ্যালয় পর্যায়ে সংবর্ধনা ও সম্মাননা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮. প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ দৈনিক পত্রিকাসহ সবধরনের খবরের কাগজে আত্মকর্মসংস্থানের সফল কাহিনী ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

যে কোনো কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। প্রশিক্ষণ হলো কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতা বিকাশের অবিরাম ও নিয়মিত প্রচেষ্টা যাতে তাদের যোগ্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রতিষ্ঠানটিও লাভবান হয়। কোনো কর্মীকে সঠিক কাজে নিয়োগ করার পূর্বে তাকে প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নতুন ও পুরাতন সকল কর্মীর জন্যই অপরিহার্য। এর মাধ্যমে কর্মীর দক্ষতা বাড়ে বলে উৎপাদনশীলতাও বাড়ে। নিম্নে কর্মী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

১. কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধিঃ প্রশিক্ষণ কর্মীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। তাই নতুন পুরাতন সকল কর্মীর জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন হয়।

২. সম্পদের সদ্ব্যবহারঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের কর্মদক্ষতা বেড়ে যায়। ফলে উদ্যোক্তা বা কর্মী কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপতি, সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য সম্পদের উৎকৃষ্ট ব্যবহার সম্ভব হয়।

৩. কার্য প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে পরিচিতিঃ প্রতিষ্ঠানের কর্মের প্রকৃতি ও কর্ম পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়া নব নিযুক্ত কর্মীদের জন্য আবশ্যক। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নতুন কর্মীদের কর্ম পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

৪. অপচয় ও দুর্ঘটনা হ্রাসঃ প্রশিক্ষিত কর্মী অধিকতর দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার সাথে কার্য সম্পাদন করতে পারে। এতে প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অপচয় হ্রাস পায়। প্রশিক্ষণ কর্মীদেরকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিবিধ কলা-কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। ফলে কারখানার যন্ত্রপাতি ব্যবহারসহ অন্যান্য দুর্ঘটনা এড়াতেও সহজ হয়।

৫. দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীদের অপ্রতুলতা দূরীকরণঃ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সবসময় উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য নিয়োগের পর কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হয়।

৬. নৈতিক বল বৃদ্ধিঃ প্রশিক্ষণ উদ্যোক্তা বা কর্মচারীদের মনোভাবের উন্নতি সাধন করে। ফলে তাদের নৈতিক বল বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্য কাম্য গতিতে চলতে পারে।

৭. জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয়ের ধারণা লাভ করা যায় এবং উর্ধ্বতনের সান্নিধ্যে এসে অনেক কিছুই জানতে পারে। ফলশ্রুতিতে উর্ধ্বতনের নির্দেশনা বুঝা ও বাস্তবায়ন সহজ হয়।

৮. খাপ-খাওয়ানো সহজঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান ও কলাকৌশল জানার ফলে সহজেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, কর্মীর দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্য নির্বাহের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নতুন ও পুরাতন উভয় কর্মীকেই উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে না পারলে তাদের দিয়ে ভাল কাজ আশা করা যায় না। তাই কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকীয় কর্তব্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	একটি হাঁস-মুরগীর খামারের সফলতার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কেন?

সারসংক্ষেপ

- কোনো পেশা বা কাজই ছোট ও অপমানের নয়।
- দীর্ঘদিনের সামাজিক মূল্যবোধ ও পুঁথিগত পড়াশুনার কারণে যুবসমাজ জীবিকা বলতে চাকরিকে বুঝে থাকে।
- প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
- প্রশিক্ষণ হলো কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতা বিকাশের অবিরাম ও নিয়মিত প্রচেষ্টা।
- প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে কর্মীর দক্ষতা বাড়ে বলে উৎপাদনশীলতাও বাড়ে।
- আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষাকে পর্যাপ্তভাবে

অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ার উপায়?

ক. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খ. অভিজ্ঞতা

গ. নতুন জ্ঞান ঘ. প্রশিক্ষণ

২. প্রতিষ্ঠানের সফলতার জন্য প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। কারণ–

i. এতে কর্মীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়

ii. কর্মীর সামাজিক প্রতিপত্তি অটুট থাকে

iii. অপচয় ও দুর্ঘটনা হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জনাব তাহিন ব্লক বাটিকের উপর প্রশিক্ষণ লাভ করে চট্টগ্রামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি চার জন কর্মী নিয়োগ করে প্রতিষ্ঠান চালাতে লাগলেন। কিন্তু কাংখিত মান ও পরিমানে উৎপাদন না হওয়াতে তাদেরকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পূর্বের চাইতে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. জনাব তাহিনের কর্মকাণ্ডটি কোন ধরনের ?

ক. চাকুরী খ. আত্মকর্মসংস্থান

গ. পেশা ঘ. উদ্যোগ

৪. নিম্নের কোনটি জনাব তাহিনের প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ?

ক. কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি খ. ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি

গ. নতুন জ্ঞান অর্জনের ফল ঘ. অনকুল ব্যবসায়িক পরিবেশ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আত্মপ্রত্যয়ী এসএসসি পাস শিখা কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী। বাড়িতে সে কয়েকটি মেয়েকে কম্পিউটার শেখায়। তার প্রশিক্ষণের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। তার ইচ্ছা কম্পিউটার এর উপর আরও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যাতে সে এ ক্ষেত্রটিকে কর্মসংস্থানের উপায় হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

৫. নিচের কোন সংস্থা থেকে শিখা কম্পিউটার এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে?

ক. বিআরডিবি খ. বিআইএম

গ. বিআইবিএম ঘ. নট্রামস

৬. উদ্দীপকে বর্ণিত কাজটিকে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে গ্রহণ করার যৌক্তিক কারণ কোনটি?

ক. সামাজিক অবস্থান ভালো খ. বাজার চাহিদা ভালো

গ. শিক্ষার্থীদের অনুরোধ ঘ. কম্পিউটারে অধিক পারদর্শী হওয়া

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ফারহানা, নুজহাত ও পোষী তিন বান্ধবী সম্প্রতি বি কম পাস করেছে। তারা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিল। ফারহানা ও নুজহাত এম কম-এ ভর্তির চিন্তা করছে। পোষী এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে পারেনি। কারণ তার বাবার ইচ্ছা সে ইটালী গিয়ে বাবার সাথে ব্যবসায় করুক। কিন্তু মেধাবী পোষী চায় দেশেই কিছু করতে। এ জন্য সে ব্লক-বাটিকের কাজের উপর দু'মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এতে তার মনোবল বেড়ে যায়। বিদেশ যাবার টাকা দিয়ে সে বাড়িতে একটি ছোট বুটিক হাউজ দেন। ব্লক বাটিকের কাজ করে নিজের ডিজাইন দিয়ে কাপড় তৈরি করে বুটিক হাউজে বিক্রি করেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে নিজের চেষ্টায় আজ সে স্বাবলম্বী।

ক. জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান শতকরা কত ভাগ?

খ. বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা করুন।

গ. পোষীর ব্লক-বাটিকের জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি কোন ধরনের কাজের অর্ন্তভুক্ত? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. স্বাবলম্বী হবার পেছনে কোন গুণটি পোষীকে বেশি প্রভাবিত করেছে বলে আপনি মনে করেন। বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

রাঙামাটির স্কুল শিক্ষক মামাপ্রু মারমা স্থানীয় তাঁতী মেরিনা মারমাকে তাঁতে বোনা পণ্য-সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা দেন। শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী মেরিনা পাহাড়ি মেয়েদের পোশাক "থামি" তৈরি করে বিক্রি করা শুরু করেন। তার প্রতিষ্ঠানে কয়েকটি মেয়ে কাজ করে। তাদের তৈরি উন্নতমানের 'থামি'র প্রিন্টগুলি আধুনিক হওয়াতে ঢাকাতেও এর বিক্রি শুরু হয়। আকর্ষণীয় মূল্যে উন্নতমানের পণ্য সরবরাহের কারণে দিন দিন তার পণ্যের কদর বাড়তে লাগল। সফলভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে গত তিন বছর যাবত তিনি জেলার সেরা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন।

ক. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে?

খ. আত্মকর্মসংস্থানের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

গ. মেরিনার সফলতার পিছনের কারণটি ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. 'মামাপ্রু মারমার পরামর্শ প্রতিপালনেই মেরিনা চাকমার জীবনে এত স্বীকৃতি এনে দিয়েছে' উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১ : ১. ঘ ২. ক ৩. ক ৪. ঘ ৫. খ ৬. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২ : ১. খ ২. ক ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩ : ১. ক ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪ : ১. ঘ ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. ঘ ৬. খ